advertisement-13 - 12

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০২৭.৩১.০৫৪.১৫.৬৪০

তারিখঃ ২৩ আশ্বিন ১৪২২ / ০৮ অক্টোবর ২০১৫

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সরকারি অনুদানে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রস্তাব আহবান।

জাতীয় ঐতিহ্য ও আদর্শ সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও চেতনা সমৃদ্ধ, মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন, জীবন ও সমাজধর্মী বিষয় বা ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা অন্য যে কোনো বিষয়ের উপর শিল্পমান সমৃদ্ধ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সরকারি অনুদান প্রদানের উদ্দেশ্যে কাহিনী ও চিত্রনাট্য বাছাইয়ের জন্য প্রযোজক/পরিচালক/চলচ্চিত্র নির্মাতা/চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেশাদার প্রতিষ্ঠান/লেখক/চিত্রনাট্যকারদের নিকট থেকে পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাব (১২ সেট) আহবান করা যাচ্ছে।

শর্তাবলি ও সুযোগ সুবিধা:

১. কেবলমাত্র বাংলাদেশের নাগরিক অনুদান প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন। অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সকল শিল্পী/ কলাকুশলীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। তবে বিশেষ ভূমিকায় অংশগ্রহণের জন্য যদি কোনো বিদেশী শিল্পী/কলাকুশলীর প্রয়োজন হয় তাহলে মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে উক্ত শিল্পী/ কলাকুশলী অংশগ্রহণ করতে পারবে।

২. নির্মাণাধীন, সমাপ্ত বা মুক্তিপ্রাপ্ত কোনো চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য অনুদানের জন্য বিবেচিত হবে না।

৩. অনুদানে নির্মিত/নির্মিতব্য চলচ্চিত্র মৌলিক নয় বলে প্রমাণিত হলে এবং চুক্তিনামার শর্তাবলী বরখেলাপ করলে প্রযোজক অনুদান হিসেবে গৃহীত সমুদয় অর্থ ও সেবার মূল্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রচলিত সুদসহ ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে- এ মর্মে **৩০০/- (তিনশত) টাকা মূল্যের স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারপত্র** (মূলকপিসহ ফটোকপি ১২সেট) দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকার সংশ্লিষ্ট প্রযোজকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৪. প্রতি অর্থবছরে প্রাপ্ত বরাদ্দের আলোকে পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্রসহ সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ)টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে অনুদান প্রদানের জন্য বিবেচনা করা হবে; তবে বিশেষ ক্ষেত্রে এ সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তন্মধ্যে কমপক্ষে ১(এক)টি হবে শিশুতোষ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে সাহিত্য নির্ভর গল্প ও চিত্রনাট্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অনুদানের অর্থ নির্বাচিত চলচ্চিত্রের প্রযোজককে প্রদান করা হবে।

৫. তবে কোনো বছর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ও উপযুক্ত প্রস্তাব না পাওয়া গেলে সে বছরের অনুদান প্রদান বন্ধ অথবা অনুদান প্রদানের সংখ্যা কমানো যাবে।

৬. অনুদান প্রদানের পরও সরকার যে কোন যুক্তিসঙ্গত শর্ত আরোপ করতে পারবে।

৭. আর্থিক অনুদান ছাড়াও প্রতিটি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কোনো চলচ্চিত্র বিএফডিসিতে নির্মাণের সুবিধা গ্রহণ করতে চাইলে বিএফডিসি বিধি মোতাবেক তাঁদের সার্ভিস চার্জে ৫০% ছাড় দিতে পারে। অনুদানপ্রাপ্ত ছবি নির্মাণে বিএফডিসি অগ্রাধিকার প্রদান করবে। শিল্পীদের সিডিউল প্রাপ্তির জন্য চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত সমিতিসমূহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে।

৮. অনুদান প্রাপ্তির জন্য নির্বাচিত এবং অনুমোদিত চলচ্চিত্রের প্রযোজক-কে অনুদান নীতিমালার শর্তাবলির আওতায় অনুদান প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র অনুদান কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৯. নীতিমালা অনুযায়ী অনুদানের জন্য বাছাইকৃত কাহিনির লেখক ও চিত্রনাট্যকার (হারাহারিভাবে) ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত উৎসাহ পুরস্কার পেতে পারেন।

১০. অনুদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে গল্প, চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্র নির্মাণের সঠিক পরিকল্পনা এবং সকল তথ্যাদিসহ পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাবের প্রতিটির ১২ (বারো) সেট করে জমা দিতে হবে। প্রস্তাবের সাথে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি/কাগজপত্রাদি দাখিল/উল্লেখ করতে হবে:

(ক) অনুদান প্রাপ্ত চলচ্চিত্র মৌলিক নয় বলে প্রমাণিত হলে এবং চুক্তিনামার শর্তাবলী বরখেলাপ করলে অনুদান হিসেবে গৃহীত সমুদয় অর্থ ও সেবার মূল্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রচলিত সুদসহ ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে- মর্মে ৩০০/- (তিনশত) টাকার স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা।;

(খ) প্রস্তাবিত গল্প ও চিত্রনাট্য শিশুতোষ, সাধারণ শাখা না-কি প্রামাণ্যচিত্র তা আবেদনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে;

(গ) গল্প লেখক/কাহিনীকারের সম্মতিপত্র সংযুক্ত করতে হবে;(ঘ) প্রযোজকের নাম, মোবাইল নম্বরসহ জীবন-বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে;

(ঘ) প্রযোজকের ব্যাংক প্রত্যয়নপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

(ঙ) প্রস্তাব উত্থাপনকালে প্রস্তাবক/প্রযোজক/পরিচালক/চিত্রনাট্যকারের স্পষ্টাক্ষরে পূর্ণ নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতার বর্ণনা সম্বলিত জীবন-বৃত্তান্ত, মোবাইল নম্বর, টেলিফোন নম্বর, টিআইএন নম্বর অবশ্যই প্রস্তাবের সাথে প্রেরণ করতে হবে;

(চ) প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রের কাহিনি সংক্ষেপ; এবং

(ছ) পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাবের সাথে চলচ্চিত্রের প্রস্তাবিত শিল্পী ও কলাকুশলীদের নাম, নির্মাণ সংস্থার কারিগরি, আর্থিক ও অবকাঠামোগত সক্ষমতার বিবরণ, আউটডোর শুটিং স্পর্টের বিবরণ, পরিচালক নির্মিত একটি চলচ্চিত্রের নমুনা ও নির্মিতব্য চলচ্চিত্রের বাজেট বিভাজন দাখিল করতে হবে।

১১. অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র অনুদানের প্রথম চেক প্রাপ্তির ৯ (নয়) মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে। তবে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে স্ক্রীপ্টের প্রয়োজনে সরকার উক্ত সময় বৃদ্ধি করতে পারবে।

১২. নির্মিতব্য চলচ্চিত্র ডিজিটাল ফরমেটে ন্যূনত (**2K Resolution**-এ) অথবা ৩৫ মি:মি: ফরমেটে নির্মাণ করা যাবে।

১৩. একই প্রযোজক/পরিচালককে সাধারণত: দুইবারের বেশি অনুদান প্রদান করা হবে না। তবে একই প্রযোজক ২য় বার অনুদান পাওয়ার পর ০৪ (চার) বৎসর অতিক্রান্ত হলে পুনরায় অনুদানের জন্য আবেদনের যোগ্য হবেন। একজন প্রযোজক সর্বোচ্চ তিন বারের বেশি অনুদান পাবেন না।

১৪. কোনো প্রযোজক পর পর ০২ (দুই) বছর অনুদান পাওয়ার যোগ্য হবেন না।

১৫. অনুদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে গল্প, চিত্রনাট্য এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের সার্বিক পরিকল্পনাসহ পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাব ২৯ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ বেলা ৪.০০ ঘটিকার মধ্যে তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র শাখায় পৌঁছাতে হবে। উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনো প্রস্তাব বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হবে না।

১৬. আলোচ্য সকল বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

(জি. এন. নজমুল হোসেন খান)
উপসচিব
ফোন- ৯৫৪০৪৬৩
E-mail: sas.flm@moi.gov.bd